দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 08 FEB 1998 পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

উচ্চশিক্ষা ও একুশ শতক

বিশ্ব যখন দুর্বার বেগে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য শিক্ষা, প্রযুক্তি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে তখন বাংলাদেশের ক্যাম্পাসগুলো নানা সমস্যায় পিছিয়ে যাচ্ছে।

বিস্তারিত লিখেছেন **সাইফুল ইসলাম রিপন ঃ**

উচ্ছল জীবন। উত্তপ্ত স্লোগান মুখরিত মিছিল। জমজমাট আড্ডা হৈ চৈ-তাস পেটানো। খানিক প্রেম-খানিক বিরহ। সেই সাথে কখন ঢিমেতালে, কখন দুর্বার গতিতে খানিক লেখাপড়া। এই-ই তো জীবন—এ দেশের ক্যাম্পাস চালচিত্র। বর্ণিল ক্যাম্পাসের এ চিত্র জানান দেয় জীবনের ফেনিল উচ্ছ্বাসের। কিন্তু এ চালচিত্র কিসের ইঙ্গিত? উজ্জ্বল দীপ শিখার? আশাপ্রদ আগামীর? নাকি এ দেশের নিকষ নিরেট অন্ধকারের?

সুপার টেকনোলজির এ বিশ্ব এখন প্রবল গতিতে ধাবমান একবিংশ শতাব্দীর দিকে। এ নতুন শতাব্দী মানুষকে নিঃসন্দেহে দেবে জীবনযাত্রার সুপারসনিক মান। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ নতুন শতাব্দীকে বরণ করার সাজ সাজ রব এখন। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় প্রতিনিয়ত যে নিত্যনতুন ধারণার জন্ম নিচ্ছে-ঘটছে যে ব্যাপক পরিবর্তন-পরিবর্ধন, তার সাথে রয়েছে ওসব দেশের তারুণ্যের মনমানসিকতার ব্যাপক যোগাযোগ। রয়েছে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

একবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে নেতৃত্ব দিতে গতানুগতিক জীবনপ্রবাহ থেকে বেরিয়ে আসছে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের তরুণরাও। বিশ্বকে নতুন কিছু উপহার দিতে—বিশ্বের সামনে স্ব-স্ব দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে এসব তরুণরা কাজে লাগাচ্ছে প্রতিটি সময়কে—প্রতিটি মুহূর্তকে। সুযোগ পাচ্ছে নতুন শতাব্দীর এ অগ্রযাত্রায় শামিল হতে? এ ব্যাপারে কতটুকু ভূমিকা রাখছে এ দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলো? তাদের ভূমিকা কি আশান্বিত করার মতো কিছু? নাকি শুধুই হতাশার? এশিয়াইউকের পাতা উল্টালে আমাদের জন্য কেবল হতাশাই মিলবে। এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর পরিচালিত একটি

একুশ শতকের প্রাক্কালে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা কি যথাযথভাবে যোগ্য হয়ে উঠছে? —ফিরোজ চৌধুরী

জরিপের ফলাফল প্রকাশ পায় পত্রিকাটির ঐ সংখ্যায়। ফলাফলে প্রকাশ পেয়েছে এশিয়ার সেরা পঞ্চাশ ইউনিভার্সিটির তালিকা। এতে যথাক্রমে ২৯তম, ৪৮তম এবং ৫০তম আসন তিনটি দখল করে আছে প্রতিবেশী দেশ ভারতের দিল্লী ইউনিভার্সিটি, জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি ও বোম্বে ইউনিভার্সিটি।

আমাদের পার্শ্ববর্তী শ্রীলঙ্কার মতো দেশও দখল করে আছে সেরা পঞ্চাশের ৩৪তম স্থানটি।

তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ হয়েও শ্রীলঙ্কা বজায় রেখেছে শিক্ষার সর্বোচ্চ মান। সেরা পঞ্চাশের মধ্যে সবচেয়ে কম ফিতে শিক্ষার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করেছে শ্রীলঙ্কার কলম্বো ইউনিভার্সিটি। কিন্তু সেরা পঞ্চাশে নেই আমরা, এতে কোন স্থান নেই বাংলাদেশের। অথচ বিগত সাতাশ বছরে আমরা কি পারতাম না এককালের প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এশিয়ার একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে? আমরা কি পারতাম না আমাদের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র বানাতে? বানাতে একদল আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক নেতৃত্ব তৈরির কারখানা?

পারিনি আমরা। এই না পারাটা বিরাট এক ব্যর্থতা আমাদের। অথচ একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছানো আর মোটে ক'বছরের ব্যাপার। কিন্তু আমরা কি পারবো এই ক'বছরে এ ব্যর্থতা ঘুচাতে? আমরা কি পারব এরই মধ্যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে? পারব কি দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সন্ত্রাস আর দুর্নীতির রাহুমুক্ত করতে? আর না পারলে একবিংশ শতাব্দীর ঝলমলে নতুন প্রভাত পৃথিবীর অন্য সকল দেশে আসলেও আমাদের দেশে আসবে কি?